১২ প্রতিদিনের সংবাদ
রবিবার | ঢাকা ১৩ এপ্রিল ২০২৫, ৩০ চৈত্র ১৪৩১, ১৪ শাওয়াল ১৪৪৬

পহেলা বৈশাখে ডিএমপির ট্রাফিক নির্দেশনা

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দে আগামীকাল ১৪ এপ্রিল বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ উদযাপিত হবে। এ উপলক্ষে ট্রাফিক নির্দেশনা মেনে চলার জন্য নির্দেশনা দিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।

ব্যারিকেড পয়েন্ট : ১৪ এপ্রিল সোমবার ভোর ৫টা হতে রমনা পার্ক (রমনা বটমূল, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ও আশপাশের নিম্নলিখিত এলাকার সড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে রাস্তা বন্ধ/রোড ডাইভারশন দেওয়া হবে-

১. বাংলামোটর ক্রসিং/নেভি গ্যাপ ২. পুলিশ ভবন ক্রসিং ৩. সুগন্ধা ক্রসিং ৪. কাকরাইল চার্চ ক্রসিং ৫. কদমফোয়ারা ক্রসিং ৬. হাইকোর্ট ক্রসিং (পূর্ব ও দক্ষিণ) ৭. দোয়েল চত্বর ক্রসিং ৮. রোমানা ক্রসিং ৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

■ এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

পহেলা বৈশাখে ডিএমপির

■ ১২ পৃষ্ঠার পর

মেডিকেল সেন্টার ১০. জগন্নাথ হল ক্রসিং ১১. ভাস্কর্য ক্রসিং ১২. নীলক্ষেত ক্রসিং ও ১৩. কাঁটাবন ক্রসিং।

গাড়ি চলাচলের দিকনির্দেশনা : রমনা পার্ক, (রমনা বটমূল) সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ডাইভারশন পয়েন্ট ব্যতিত নিম্নলিখিত রাস্তায় যানবাহন চলাচল করবে। যানবাহন চলাচলের রাস্তাগুলো নিম্নরূপ-

১. মিরপুর-ফার্মগেট হতে শাহবাগ অভিমুখী যাত্রীবাহী যানবাহন বাংলামোটর ক্রসিং বামে মোড় নিয়ে মগবাজার ক্রসিং হয়ে গন্তব্যে পৌঁছাবে। ২. গোলাপশাহ মাজার ক্রসিং-হাইকোর্ট ক্রসিং হতে শাহবাগ অভিমুখী যাত্রীবাহী যানবাহন কদমফোয়ারা ক্রসিং-ইউবিএল ক্রসিং- নাইটিংগেল ক্রসিং হয়ে গন্তব্যে পৌঁছাবে। ৩. সায়েন্সল্যাব ক্রসিং হতে শাহবাগ যাত্রীবাহী যানবাহন নিরপুর রোড দিয়ে আজিমপুর ক্রসিং হয়ে চানখারপুল ক্রসিং-বকশীবাজার ক্রসিং হয়ে গন্তব্যে পৌঁছাবে।

গাড়ি পার্কিংয়ের স্থান : ১. নেভি গ্যাপ হতে হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল পর্যন্ত। ২. মৎস্যভবন ক্রসিং হতে সেগুনবাগিচা পর্যন্ত (আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গাড়িসমূহ। ৩. শিল্পকলা একাডেমি গলি (আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গাড়িসমূহ)। ৪. কাঁটাবন ক্রসিং হতে নীলক্ষেত ক্রসিং হয়ে পলাশী ক্রসিং পর্যন্ত। ৫. দোয়েল চত্বর ক্রসিং হতে শহীদুল্লাহ হল ক্রসিং পর্যন্ত। বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ নির্বিঘ্নে ও আনন্দঘন পরিবেশে উদযাপনের জন্য সবার সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেছে ডিএমপি। পহেলা বৈশাখ উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা মহানগর এলাকায় অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সমন্বয় সভায় বুধবার ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেন, প্রতি বছরের মতো এবারও পহেলা বৈশাখে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে নানা ধরনের অনুষ্ঠান পালন করা হবে। পহেলা বৈশাখ আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে ও নিরাপদে উদযাপনের লক্ষ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ব্যাপক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

নয়া দিগন্ত

বর্ষবরণে নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা থাকবে সব অনুষ্ঠানস্থল

● আমিনুল ইসলাম

নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা থাকবে এ বছরের বর্ষবরণের প্রতিটি অনুষ্ঠানস্থল। নাশকতার হুমকি না থাকলেও সাধারণ মানুষের সাথে মিশে কোনো ফ্যাসিবাদী যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে না পারে সে জন্য থাকবে নানামুখী প্রস্তুতি। এবারের নিরাপত্তায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্যকে নিয়োজিত করা হবে, যা ইতঃপূর্বে কখনো করা হয়নি। এসব সদস্যের বেশির ভাগই থাকবে সাদা পোশাকে। আনন্দ র‍্যালির পরতে পরতে থাকবে তাদের অবস্থান। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন সংস্থার ছদ্মবেশী এসব সদস্যের কাছে থাকবে অত্যাধুনিক গোপন ক্যামেরা, অস্ত্রসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম। এছাড়া থাকবে সেনাবাহিনীর সদস্যরা।

মোতায়েন থাকবে সর্বোচ্চ সংখ্যক পুলিশ থাকবে কড়া নজরদারি

পুলিশ সূত্র বলছে, বাঙালিদের প্রাণের অনুষ্ঠান পয়লা বৈশাখ, যা উদযাপনে সব শ্রেণী-পেশার মানুষ নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। রমনার বটমূল থেকে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আনন্দ র‍্যালি মূলত প্রধান অনুষ্ঠান। এ ছাড়া রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ছোট-বড় নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে। প্রতিটি অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার জন্য এ বছর ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।

নাশকতার হুমকি না থাকলেও যে কোনো সময়ের চাইতে বেশি সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে এবারের অনুষ্ঠানকে ঘিরে। যার বেশির ভাগই থাকবে গোয়েন্দা নজরদারি নিয়ে।

ওই সূত্র মতে, বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে ঘিরে কোনো নাশকতার হুমকি নেই। তবে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগসহ ■ ৪র্থ পৃ: ২-এর কলামে

বর্ষবরণে নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা থাকবে সব

৩য় পৃষ্ঠার পর

ফ্যাসিবাদের দোসররা চাইবে নানামুখী ক্ষতি করতে। সাধারণ মানুষের সাথে মিশে তারা অপ্রীতিকর ঘটনার জন্ম দিয়ে সুন্দর অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। তারা যাতে সেই সুযোগ না পায় সেদিক বিবেচনা করেই মূলত সাজানো হচ্ছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এর জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের পাশপাশি সাধারণ মানুষকেও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

সূত্র আরো জানায়, বর্ষবরণ উপলক্ষে আগেই ঢাবির চারুকলায় তৈরি করা ফ্যাসিবাদের মুখাকৃতিতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বিষয়টিকে মোটেই হালকাভাবে দেখা হচ্ছে না। এর পেছনে যারা কাজ করেছে তারা যাতে আর সামনে আগাতে না পারে অর্থাৎ বর্ষবরণের অন্যান্য অনুষ্ঠানে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে না পারে সে জন্য সর্বোচ্চ সজাগ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। যদিও মুখাকৃতিটি চারুকলার আয়ত্তে তাদের নিরাপত্তায় ছিল। ইতোমধ্যে বর্ষবরণের নিরাপত্তায় গোয়েন্দা নজরদারি শুরু হয়েছে।

সূত্র আরো জানায়, নিরাপত্তার স্বার্থে রমনার বটমূলে আসা প্রত্যেককে তল্লাশি করে ভেতরে ঢুকানো হবে। এ জন্য রমনার প্রতিটি প্রবেশমুখে থাকবে আর্চওয়ে ও মেটাল ডিটেক্টর। থাকবে বোম ডিসপোজাল ইউনিটের বিশেষ ইকুইপমেন্টস। পাশাপাশি ডগ স্কোয়াড। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে বসানো হবে ওয়াচ টাওয়ার।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ডিএমপির ডিসি (মিডিয়া) মো: তালেবুর রহমান নয়া দিগন্তকে বলেন, অন্য যে কোনো বছরের চাইতে এবারের বর্ষবরণের নিরাপত্তায় বেশি পুলিশ মোতায়েন করা হবে। যার বেশির ভাগই গোয়েন্দা তৎপরতায় নিয়োজিত থাকবে। নিরাপত্তার বিষয়ে ডিএমপি কমিশনার বিস্তারিত জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করবেন।

ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন) নজরুল ইসলাম নয়া দিগন্তকে বলেন, নাশকতার হুমকি না থাকলেও নানামুখী অপতৎপরতার চেষ্টা থাকতে পারে। এসব অপতৎপরতা ও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে কেউ ঘটাতে না পারে সে জন্য বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হবে। যাদের বেশির ভাগের কাজ হবে গোপনে। অনুষ্ঠানে আসা প্রতিটি মানুষই থাকবে নজরদারির মধ্যে। যাতে করে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তার মধ্যে তাদের প্রাণের বর্ষবরণ উদযাপন করতে পারেন।

The Daily Star

Baishakh adventures await, are you ready?

RHR

This year's Pahela Baishakh celebrations will be lacklustre, as many pundits suggest. But I beg to differ, for I think your culture and cultural celebrations have nothing to do with religion or politics. It is a spring harvest celebration in most rice cultivating countries in southern Asia. In each country, the name and face of the celebrations are done according to their culture and traditions.

In Myanmar, it is the ceremony of the Thingyan Water Festival. In Cambodia, the elders cleanse statues of the Buddha with perfumed water. There is Flour throwing in Laos while Biska Jatra signifies the start of the Nepali New Year; all these celebrations fall on, or around the April 14th in the Bangla calendar. The Bangla calendar is also known as the lunisolar calendar, where days and important dates are marked by the motions or effects of the sun and moon.

I always argue that while geographical location influences your culture and traditions, it is also multifaceted and depends on many factors like economy, history, geography, and social interactions. This may be a research and thesis topic for social scientists. Let's just leave it at that. Instead, let us jot down fun things we can do this new year, joy that will cost you almost nothing.

A rickshaw ride after sundown is number one on my list. Though the motorised ones are scary, if you are up for a bit of recklessness, then take the plunge. This rickshaw's racing speed, and the summer evening breeze together give you a small dose of adrenaline rush. But enough to lift your spirits, this rickshaw ride can be hired for an hourly fee, in all areas of the city.

Then the second must-try would be popping balloons with those rickety air guns at Baishakh mela or fairs. In fact, most open spaces in and around the city suburbs have pop-up fairs. It was installed during Eid, and it will continue till the Baishakh festivities are done.

Diya Bari in Uttara is dotted with colourful fairs. Adventurous rides like the pirate ship are a hot favourite with kids, teens, and young adults, waiting in a long queue to enjoy the surfing experience. On a regular day, the ticket is a mere Tk 30, but on special occasions, it hikes up to Tk 80. Many get tickets for three rides at a stretch, sit at the edge, and come down all wobbly and dizzy. Besides these, there are traditional wooden nagordolas, and mechanical Ferris wheels, carousels, and bumper cars, plus more.

Kulfi and Ice Gola is a must have on a scorching Baishakhi noon, and it is third on my list. The creamy frozen dessert, kulfi is sold in big hari or pots covered with a red cloth. These vendors are found around the university campus and public spaces.

Besides the Baishakh staple snacks of batasha, murali, and coconut naru, you must try the crushed ice, charred green mango or kacha aam mocktail, the chilled lemonade from the season's best lemon harvest, the gondhoraj lebur shorbot, and salted lassi, but all these juice spritzers must be made at home because homemade ones are extra refreshing.

My fourth choice on the to-do list is a bit off track from the usual fun list and it requires putting in an effort, but it is so worth the try. If you are in the university area, then take a ride to Nazimuddin Road. It is the lane that leads towards the Central Jail Museum in Old Dhaka; there you have Nasu Faruker Bakorkhani Bakery. Delicious bakhorkhani or Shuka Ruti is a traditional old Dhaka savoury, and we have all had them in assorted flavours.

But the slight twist that I am hinting at here is that you eat a freshly baked, hot from the oven, melt-in-your-mouth Bakorkhani. It is a treat like no other: the salted or sweet doughs, just off the tandoor, is a notch up there in gastronomical indulges.

If you can, add a slice of Dhaka paneer to this, then heaven is right there, even in this blistering Chaitra-Baishakh heat.

Don't forget to visit the fine arts faculty premises; the atmosphere there around this time of the year is electrifying. Masks and Baishakh crafts make for great gifts for friends who live abroad.

Baishakh lunch is mandatory, and if you are hosting one, then please shuffle the set menu this year. Opt for phena bhaat, a slack rice dish with vegetables, and try curd rice, known generally as doi panta.

Don't forget the jasmine garlands; after all, what is summer without jasmines and frangipanis? Enjoy the colours of your culture and celebrate your cultural identity.

খোলা কাগজ

প্রিয় ক্যাম্পাস

kholakagojcampus@gmail.com

ঐতিহ্যের স্মারকচিহ্ন ঢাবির 'কার্জন হল'

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে থাকা কার্জন হল কেবল একটি ভবন নয়, এটি একদিকে ইতিহাসের এক নিঃশব্দ সাক্ষী এবং অন্যদিকে স্থাপত্যকলার এক অনন্য সৃষ্টিকর্ম। এর দেয়াল, খিলান এবং গম্বুজের প্রতিটি অংশ অতীতের এক গৌরবময় অধ্যায়ের স্মৃতি বহন করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই হল সাক্ষী থেকেছে বাঙালির রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক অমলিন যাত্রার।

১৯০৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি, তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড জর্জ নাথানিয়েল কার্জন ঢাকায় এসে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তার সম্মানেই ভবনটির নামকরণ হয় 'কার্জন হল'। যদিও অনেকের মতে এটি 'টাউন হল' হিসেবে নির্মাণের কথা ছিল। তবে প্রামাণ্য ইতিহাস জানায়, এটি নির্মাণ করা হয়েছিল ঢাকা কলেজের পাঠাগার হিসেবে। নির্মাণের জন্য ভাওয়াল এস্টেটের রাজকুমারগণ উদারভাবে দেড় লাখ টাকা দান করেন। ঢাকাকে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার এক ঐতিহাসিক প্রয়াসের অংশ হিসেবে এ ভবনটি নির্মাণ করা হয়।

বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পর ঢাকায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নির্মিত হয়, যার মধ্যে কার্জন হল অন্যতম। ১৯০৮ সালে এর নির্মাণ সম্পন্ন হয়। কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পর ভবনটি নতুন ভূমিকা পায়। ঢাকা কলেজের শ্রেণিকক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার পর ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এটি বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আজও এই ভবনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কার্জন হলের স্থাপত্যশৈলী এককথায় অভূতপূর্ব। এতে মোগল, ইউরোপীয় এবং মুসলিম স্থাপত্যরীতির সমন্বয় দেখা যায়। এর বাইরের অংশে ব্যবহৃত কালচে লাল ইট ভবনটির দৃষ্টিনন্দন রূপকে আরো গাঢ় করেছে। গম্বুজগুলোতে মোগল স্থাপত্যের ছাপ স্পষ্ট, আবার খিলানগুলো ইউরোপীয় রীতির প্রতি ইঙ্গিত দেয়। এভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের স্থাপত্যকলার এক অসাধারণ মেলবন্ধন ঘটেছে এই ভবনে।

কার্জন হল কেবল স্থাপত্যের দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটি বাংলাদেশের ইতিহাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। বিশেষত, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এই ভবনের ভূমিকা স্মরণীয়। ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ, কার্জন হলে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সমাবর্তনে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা দেন যে, উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তার এই ঘোষণার প্রতি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। তাদের সেই প্রতিবাদ ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্ব হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রতিষ্ঠিত এই ভবন আজও একইভাবে টিকে রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্ভুক্ত এই ভবনটি বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষ এবং পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবনের প্রতিটি খিলান, প্রতিটি করিডোর, এবং প্রতিটি গম্বুজ যেন সময়ের সঙ্গে কথা বলে।

কার্জন হলের গুরুত্ব শুধুমাত্র একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা হিসেবে নয়, বরং এটি আমাদের সাংস্কৃতিক ও জাতীয় ঐতিহ্যের এক অনন্য প্রতীক। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতি -প্রতিটি ক্ষেত্রে এই হলের ভূমিকা ছিল অমূল্য। এই ভবনের প্রতিটি ইটের মাঝে ইতিহাসের কথা লেখা আছে। এখানে যেমন দেখা যায় লর্ড কার্জনের ক্ষমতার প্রতিচ্ছবি, তেমনই দেখা যায় বাঙালির প্রতিবাদী চেতনার উন্মেষ। কার্জন হল তাই শুধুমাত্র একটি ভবন নয়, এটি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের এক সেতুবন্ধন। এর ঐতিহ্য আমাদের জন্য গর্বের, আর এর রক্ষণাবেক্ষণ আমাদের দায়িত্ব।

The Daily Observer

Colourful programmes mark festival of ethnic communities at DU

Staff Correspondent

Dhaka University came alive with vibrant celebrations of major social festival of the country's ethnic minority communities with colourful ceremonies and cultural displays on Saturday.

On the day, Sangrai-Changkran-Bihu-Bishu-Bijhu-Sangraing-Sangrai-Boisu festival transformed Jagannath Hall into a hub of traditional activities, featuring discussion meetings, rallies, flower floating ceremonies, traditional games, and alphabet and photography exhibitions.

Professor Dr. Niaz Ahmed Khan, Vice-Chancellor inaugurated festivities as chief guest. "These celebrations represent significant cultural heritage that enriches our national identity," said Prof. Khan during opening remarks.

Organised by Dhaka University Jum Literary and Cultural Council, a student organization of the ethnic communities, the event attracted hundreds of participants from various communities. Debashish Pal, Provost of Jagannath Hall, and Ananta Tanchangya, President of Council, attended proceedings alongside other dignitaries.

Visitors witnessed over 15 traditional games whilst exploring extensive displays of indigenous alphabets across 12 different languages. Photography exhibition featured over 50 images documenting daily life and cultural practices of Chittagong Hill Tracts communities.

"Our festival brings together multiple indigenous celebrations under one umbrella, showcasing rich diversity within hill communities," explained Tanchangya. "Through these events, we hope to preserve our heritage whilst fostering greater understanding amongst wider society."

Flower floating ceremony, symbolising renewal and prosperity, drew particular attention as participants released hundreds of handcrafted floral offerings into water. Traditional music performances featuring bamboo flutes, drums and indigenous vocal styles accompanied ceremony.

Festival continues with additional cultural programmes including traditional dance performances, folk music competition and indigenous cuisine fair in upcoming days.

আমাদের বার্তা

ঢাবির আইবিএর বিজনেস স্টার্টআপ প্রতিযোগিতা

■ আমাদের বার্তা, ঢাবি

দেশব্যাপী ৪৫০টি তরুণ উদ্যোক্তা দলের অংশগ্রহণে 'ফিউচার অব ক্যাপিটালিজম' শীর্ষক একটি স্টার্টআপ বিজনেস প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ)।

এতে সহযোগিতা করেছে প্রভা হেলথ এবং লিও লায়ন ফাউন্ডেশন। চূড়ান্ত পর্বে বিজয়ী হয়েছে তিনটি দল।

গত শুক্রবার বিকেল রাজধানীর একটি হোটেলে জমকালো আয়োজনে এ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফাইয়াজ আহমেদ তৈয়ব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক শাকিল হুদা।

এ প্রতিযোগিতার প্রথম ধাপে পিচ ডেক জমা, দ্বিতীয় ধাপে ফিজিবিলিটি অ্যানালাইসিস এবং সেমিফাইনালে গো-টু-মার্কেট স্ট্র্যাটেজি উপস্থাপন শেষে সেরা আটটি দল ফাইনালে জায়গা করে নেয়। প্রতিটি ধাপে তারা পেয়েছে অভিজ্ঞ মেন্টরদের দিকনির্দেশনা।

চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণকারী দলগুলো তাদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, আর্থিক সম্ভাব্যতা ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশল তুলে ধরে বিচারকদের সামনে।

প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে বিজয়ী হয় ড. চাষী গ্রুপ। তারা অর্জন করে প্রথম স্থান। এ ছাড়া প্রথম রানার-আপ হন ওয়ামেজিং গ্রুপ।

The Country Today

Indigenous festivals celebrated at Dhaka University

DU Correspondant

On the occasion of the major indigenous social festival of the Chittagong Hill Tracts Sangrai-Changkran-Bihu-Bishu-Bijhu-Sangraing-Sangrai-Boisu, various programs were organized at Jagannath Hall of Dhaka University on Saturday. The programs included a discussion session, rally, flower-floating ceremony, traditional games, and exhibitions of indigenous alphabets and photographs.

Vice-Chancellor of Dhaka University, Prof Dr. Niaz Ahmad Khan, was present as the chief guest and inaugurated the day's events.The programs were organized by the indigenous students' organization of Dhaka University, Dhaka University

Continued to page 2

Indigenous festivals

Jum Literature and Cultural Society.Among others present were: Provost of Jagannath Hall, Debashish Paul President of Dhaka University Jum Literature and Cultural Society, Ananto Tanchangya.

সময়ের আলো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে বিক্ষোভ করে হাজারো মানুষ ● সময়ের আলো

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

৩০ চৈত্র ১৪৩১

DU in Media

13 April 2025

আলোকিত বাংলাদেশ

গণজমায়েতের সময় রাজু ভাস্কর্য ঘিরে জনতার অবস্থান ● আলোকিত বাংলাদেশ

ভোরের ডাক